সংবাদ

তারিখ 02 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৬১
Report

ঘূর্ণিদুর্গত বরগুনায় ১১ হাজার শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার আশঙ্কা

প্রতিনিধি, বরগুনা

ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে উন্নয়ন সংস্থার জোট বিসিএনএফ। তবে এর মধ্যে অধিকাংশ মেয়ে। শনিবার বরগুনা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে কর্তৃপক্ষ এ সমস্যার কথা তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। বরগুনা কোস্টাল এনজিও ফোরাম (বিসিএনএফ) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি আজাদ মল্লিক. উপস্থিত ছিলেন তুকতারা মহিলা সমিতির নির্বাহী পরিচালক কাজল রানী দাস. বিসিএনএফের কোষাধ্যক্ষ এসেডের নির্বাহী পরিচালক নেসার উদ্দিন. অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট প্রতিনিধি জীবন কৃষ্ণ সাওজাল শিবু।

বিসিএনএফের লিখিত বক্তব্যে জানা যায়. বিগত ঘূর্ণিঝড় সিডরে কমবেশি ৮৪৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কলেজ. মাদ্রাসা. মাধ্যমিক বিদ্যালয়. নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য। গড়ে ৩০০ করে ছাত্র ধরা হলেও মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৪ হাজার ৩৪০ জন। এর মধ্যে ৭০% ক্ষতিগ্রস্ত ধরা হলে সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে ১৭ হাজার। জরিপের তথ্য তুলে ধরে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে ১১ হাজার ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এর মধ্যে ৭ হাজার ২২০ জন মেয়ে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ছেলেদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিলে গত ১০ বছরে দেশে নারী শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে তার অপমৃত্যু ঘটবে। এ কারণে বাড়বে বাল্যবিবাহ। সংবাদ সম্মেলন ইতোমধ্যে সরকার গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে ৪ দফা সুপারিশ উত্থাপন করা হয়। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকার সরবরাহ ও বিধ্বস্ত অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারের অনুরোধ জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়. ড্রপ আউট বেড়ে গেলে শিশু শ্রম. বাল্যবিবাহ বাড়বে অপমৃত্যু ঘটবে অনেক সম্ভাবনার।